গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১১

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির নীতিমালা-২০০৮

ভূমিকা ঃ- দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি উচ্চ শিক্ষার প্রবেশদ্বার। এ স্তরের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সম্পদ হিসাবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। তাই মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল শিক্ষার্থীর জন্য পাঠাধিকারের সুষম-সুযোগ সৃষ্টি করা অতীব প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে শিক্ষা বোর্ডসমূহের কোনরূপ ক্ষমতা ক্ষুন্ন না করে ইতোপূর্বেকার সকল আদেশ ও নির্দেশ বাতিলক্রমে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এ নীতিমালা জারি করা হলোঃ

২। **সংজ্ঞা ঃ- এই নীতিমালায়-**

(ক) 'কলেজ' বলতে দেশের কোন বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

(খ) 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরম বুঝাবে;

(গ) 'বোর্ড' বলতে স্বীকৃত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বুঝাবে;

(ঘ) 'শিক্ষার্থী/'প্রার্থী' বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বুঝাবে।

৩। **ভর্তির যোগ্যতা ও শাখা নির্বাচন ঃ-**

(১) ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮ সনে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনুষ্ঠিত এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে এই নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবেন।

(২) বিদেশী কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর দফা (১) এর অধীন ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবেন।

(৩) ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ শাখা নির্বাচন করতে পারবেন, যথাঃ

(ক) বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি;

(খ) মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি এবং

(গ) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার যে কোন একটি শাখা।

৪। **প্রার্থী নির্বাচনের অনুসরণীয় পদ্ধতি ঃ-**

(১) ভর্তির জন্য কোন বাছাই পরীক্ষা বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর এস.এস.সি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

(২) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় সদরের কলেজসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের ৯০% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১০% আসন উল্লিখিত বিভাগীয় সদরের বাইরের (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

(৩) বিভাগীয় শহর ব্যতীত অন্যান্য জেলা শহরের কলেজগুলিতে ৯০% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০% আসন জেলা সদরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

(৪) দফা (২) ও (৩) এ উল্লিখিত ৯০% আসনে বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের কোন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না এবং উক্ত নির্বাচন বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত আসনকে প্রভাবিত করবে না।

(৫) (ক) GPA-5 প্রাপ্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ৪৩ পয়েন্ট ধরে ক্রমান্বয়ে ৪০ পয়েন্ট প্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। (৯ বিষয়ে জিপিএ ৫ হিসাবে ৯×৫=৪৫ পয়েন্ট হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৩ উল্লেখ করা হয়েছে)।

(খ) দফা (ক) এর বিধান সত্বেও কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে ৪০ পয়েন্ট প্রাপ্ত প্রার্থীগণের মধ্যে সমান পয়েন্ট অর্জনের বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে সাধারণ গণিত অথবা উচ্চতর গণিতে ০৫ পয়েন্ট প্রাপ্ত প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

চলমান পাতা-২

(গ) দফা (খ) এর বিধান সত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজী, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

(ঘ) দফা (গ)-এর বিধান সত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন না হয়, তবে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত প্রবাসী রেমিটারদের (বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরক) সন্তানদের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে রেমিটার সনাক্তকরণের স্বপক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে সংগৃহীত সনদপত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে।

(৬) উপ-অনুচ্ছেদ-৫(ক)(খ)(গ) ও (ঘ) দফা পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রয়োগের পরও যদি কোন কলেজে বিদ্যমান আসন সংখ্যা অনুযায়ী প্রার্থী বাছাই-এ উদ্ভূত সমস্যা সমাধান না হয়-সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর জন্ম তারিখ বিবেচনায় এনে বয়সক্রম অনুযায়ী যিনি জ্যেষ্ঠ তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই নিয়মিত পরীক্ষার্থী হতে হবে।

(৭) এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন স্কুল এন্ড কলেজের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবেন।

৫। **বিজ্ঞপ্তি, ভর্তি ও ফি** ঃ- (১) অনুচ্ছেদ ৮ এর দফা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কলেজসমূহ উহাদের ভৌত অবকাঠামো ও শিক্ষক সংখ্যা অনুসারে স্ব স্ব কলেজের আসন সংখ্যা নির্ধারণ করে ভর্তি বিজ্ঞপ্তির পূর্বেই বোর্ডকে অবহিত করবে এবং বোর্ডসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত কলেজসমূহে এই বিধানের ব্যত্যয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফিসহ অনুমোদিত অন্যান্য সকল ফি, আসন সংখ্যা, ভর্তির যোগ্যতা ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক কলেজ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কলেজের নোটিশ বোর্ডসহ বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে প্রচারের মাধ্যমে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহবান করবে।

(৩) ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, কোন কলেজের ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে।

(৪) আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কোন কলেজ এ নীতিমালা অনুযায়ী উহার আসন সংখ্যার সমান সংখ্যক ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের একটি মেধাক্রম তালিকা এবং মোট আসন সংখ্যার ন্যূনতম ২৫% অপেক্ষমান মেধাক্রম তালিকা কলেজের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করবে। মোট আসনে নির্বাচিত কোন প্রার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে কিংবা ভর্তির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য কোন কারণে কোন আসন শূন্য হলে, উক্ত অপেক্ষমান তালিকা হতে মেধাক্রম অনুসারে শূন্য আসনে ভর্তি করতে হবে।

(৫) ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রার্থী এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রসংসাপত্র দাখিল করতে হবে।

(৬) ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীগণের নিকট হতে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ফরমের মূল্য বাবদ ১০.০০ (দশ) টাকা এবং ভর্তি ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৬০.০০ (ষাট) টাকা গ্রহণ করা যাবে।

(৭) কোন শিক্ষার্থীর নিকট হতে অনুমোদিত ফি-এর অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং অনুমোদিত সকল ফি যথাযথ রশিদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

(৮) ভর্তির সময় বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ফিসহ নিম্নোক্ত ফি (যদি থাকে) গ্রহণ করা হবে, যথাঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	৫০.০০
২.	ক্রীড়া ফি	২৫.০০
৩.	রোভার স্কাউট/গার্লস গাইড ফি	১০.০০
৪.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	৭.০০
৫.	শাখা/বিষয় পরিবর্তন ফি	২৫.০০

তবে শর্ত থাকে যে কোন শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি থাকলে এবং বিলম্বে ভর্তি হলে তার নিকট হতে উপরিক্ত ফি-এর অতিরিক্ত নিম্নোক্ত ফি গ্রহণ করা যাবে, যথাঃ-

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ
১।	পাঠ বিরতি ফি	১০০.০০
২।	বিলম্ব ভর্তি ফি	৫০.০০

চলমান পাতা-৩

৬.ভর্তি, ক্লাস শুরু, শাখা/বিষয় পরিবর্তন ইত্যাদি ঃ- (১) ২০০৮-২০০৯ শিক্ষা বর্ষে ভর্তির জন্য নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুসরণ করতে হবেঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
(ক)	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি ও ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ	০৭/০৮/২০০৮
(খ)	ক্লাস শুরু করার তারিখ	০৯/০৮/২০০৮
(গ)	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণের টট লিস্ট, রেজিস্ট্রেশন ফি ও মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশীট বোর্ডে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	২১/০৮/২০০৮
(ঘ)	বিলম্ব ফিসহ ভর্তি ও ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ	১৭/০৮/২০০৮
(ঙ)	বিলম্ব ফিসহ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণের টট লিস্ট, রেজিস্ট্রেশন ফি ও মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশীট বোর্ডে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	২৮/০৮/২০০৮
(চ)	ব্যাবহারিক ক্লাস শুরু করার তারিখ	০১/০৯/২০০৮
(ছ)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষার্থীর শাখা/বিষয় পরিবর্তনের ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ	০৪/০৯/২০০৮
(জ)	শাখা/বিষয় পরিবর্তনকারী শিক্ষার্থীর ব্যাংক ড্রাফটসহ তালিকা বোর্ডে প্রেরণের শেষ তারিখ	১১/০৯/২০০৮
(ঝ)	পূরণকৃত এস.আই.এফ শিক্ষা বোর্ডে জমাদানের শেষ তারিখ	২৫/১১/২০০৮

(২) ২০০৮-২০০৯ পরবর্তী শিক্ষাবর্ষসমূহের এস.এস.সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের অনূর্ধ্ব ৩০ দিনের মধ্যে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস আরম্ভ করতে হবে এবং তদানুযায়ী শিক্ষা বোর্ডসমূহ দফা (১) অনুসরণে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ আদেশ জারি করবে।

৭. কলেজ পরিবর্তন ইত্যাদিঃ-

(১) যদি কোন শিক্ষার্থী অনুচ্ছেদ ৫ এর বিধানমতে কোন কলেজে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও একই শিক্ষাবর্ষে অনুচ্ছেদ ৬ এর দফা (ঘ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিলম্ব ফি সহ ভর্তির শেষ তারিখের মধ্যে অন্য কোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পান এবং উক্ত অন্য কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হন, তাহলে উক্ত শিক্ষার্থী তার অভিভাবকের সম্মতিসহ সংশ্লিষ্ট কলেজে তার ভর্তি বাতিল করার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। উল্লিখিতরূপে আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট কলেজ তার ভর্তি বাতিলপূর্বক জমাকৃত তার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র ফেরত দিবে;

(২) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না কিংবা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া ইস্যুকৃত ছাড়াপত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। তবে শুধুমাত্র সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবী পিতা বা মাতার বদলীজনিত কারণে কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করতে বা ভর্তি করতে বোর্ডের পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না। এরূপক্ষেত্রে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলীর আদেশপত্র প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র নেয়া যাবে এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদানপত্র দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট চাকুরীজীবীর সন্তানকে বদলীকৃত কর্মস্থলে উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা যাবে। এক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ১৫(পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে।

(৩) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে এস এস সি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্রন্সক্রিট/নম্বরপত্র উক্ত শিক্ষার্থী বা তাঁর অভিভাবক বা তাঁদের যে কোন একজনের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করবে না বা অন্য কোন অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র আটক রাখতে পারবে না।

৮. অনুমতি বা স্বীকৃতিবিহীন কলেজে ভর্তি নিষিদ্ধ ঃ-

(১) পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিবিহীন অথবা স্বীকৃতি বাতিলকৃত কোন কলেজে কোন অবস্থাতেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

(২) পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন কলেজে অননুমোদিত শাখা এবং অননুমোদিত কোন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৯। নীতিমালার প্রবর্তন ও প্রয়োগ ঃ-

(১) দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজে ২০০৮-২০০৯ শিক্ষা বর্ষ হতে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

চলমান পাতা-৪

(২) এই নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন অনুচ্ছেদ ৩ এর দফা (১) এবং অনুচ্ছেদ ৪ এর দফা (২),(৩) ও (৪) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবে না।

(৩) এই নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারী কলেজের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ কলেজটির এমপিওভূক্তি বাতিল করা হবে এবং সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ মোমতাজুল ইসলাম)
সচিব

স্মারক নং- শাঃ**১১**/১০(১২)/২০০২(অংশ)/**৯৫৯** তারিখঃ- ২৫/০৬/২০০৮

বিতরণঃ

সদয় কার্যার্থেঃ

১। কমিশনার(সকল বিভাগ).....
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক(সকল).....
৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/দিনাজপুর/যশোর/কুমিল্লা/ চট্টগ্রাম/ বরিশাল/সিলেট(তাঁর বোর্ডের অধিক্ষেত্রভূক্ত সকল কলেজে নীতিমালাটি জারি ও অনুসরণের প্রয়োজনীয় নির্দেশদানের অনুরোধসহ)
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৮। উপ-নিয়ন্ত্রক(উপ-সচিব), বি.জি প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা (তাঁকে নীতিমালাটি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৯। অধ্যক্ষ.....
১০। পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১১। পরিচালক, ব্যানবেইন, পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ

১। অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক/কলেজ/কারিগরি ও মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালয়), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। উপ-সচিব(মাধ্যমিক/কলেজ/কারিগরি/মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালয়/উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টার একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা(উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(বাবলু কুমার সাহা) ২৫/০৬/০৮
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৫০৩৪১